দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

176

গুণী শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মিজান হোসেন

প্রিয় শিক্ষক

দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এম এ রশীদকে তার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি ঢাকার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ এম এ রশীদ দীর্ঘ ৩৫ বছর ঢাকা কলেজসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ৮টি সরকারি কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তার কর্মজীবন শুরু হয় মাগুরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে যোগদানের মাধ্যমে। এরপর তিনি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, ঢাকা কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭০ সালে নিজ এলাকা বিক্রমপুরের শ্রীনগর কলেজে তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের ২২ বছর কাটিয়েছেন তিনি ঢাকা কলেজে।

গত ৪ঠা জুন '৯৯ শুক্রবার ঢাকার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র অধ্যাপক রশীদের ছাত্রছাত্রী বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রছাত্রীদের সন্তানদের আগমনে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অসুস্থ অধ্যাপক রশীদের আগমনের আগেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক হাওলাদার আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন সংবর্ধনা পরিষদের আহ্বায়ক আবু নাসের আহমেদ। তিনি প্রবীণ শিক্ষক, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক এম এ রশীদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এরপর শুরু হয় 'অধ্যাপক এম এ রশীদ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা সভা। আলোচনায় অংশ নেন জি এ মোমেন, নজরুল ইসলাম খান, মোঃ ওয়াজিউল্লাহ, গিয়াসউদ্দিন ভূঁইয়া, হারুন-উর-রশিদ খান, ডাঃ এম এ মালেক ভূঁইয়া, সাংবাদিক শফিউদ্দিন আহমেদ, শেখ সিরাজুল ইসলাম, দুলাল দাস, তোফাজ্জল হোসেন, বাবুল চন্দ্র দে।

বেলা ১১টায় অধ্যাপক রশীদ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আসেন। সকলে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানায়। পায়ে হাত দিয়ে অনেকে সালাম করেন তাকে। মঞ্চে আসন গ্রহণের পর পরই শুরু হয় পুষ্প স্তবক ও মাল্যদান পর্ব। বন্ধু বান্ধব, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সন্তানরা একে একে রজনীগন্ধা ও গোলাপ ফুলের স্তবক দিয়ে প্রিয় শিক্ষককে সম্মান জানায়। প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তুলে দেন সংবর্ধনা পরিষদের ক্রেস্ট। সম্মাননা পত্র পাঠ করেন সংবর্ধনা পরিষদের সদস্য সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যাপক রশীদ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়াও এ উপলক্ষে অধ্যাপক এম এ রশীদের জীবন ও কর্মের উপর জাহাঙ্গীর হাবিবউল্লাহর সম্পাদনায় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।